দর্শনায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য! ৩৪ জন পথচারীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় লকডাউনের চতুর্থ দিনে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। লকডাউন চলাকালীন সময়ে নিয়ম ভঙ্গ করায় ৩৪ জনকে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দিন ব্যাপী উক্ত অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে একজন এক্সিকিউট ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিকুজ্জামান ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহাব্বুর রহমান কাজল, (ওসি তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, সেকেন্ড অফিসার এস.আই আহম্মেদ বিশ্বাস সহ পুলিশ ফোর্স কঠোর ভাবে লকডাউন পালনে মাঠে কাজ করে চলেছেন।

সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে দোকান খোলায় দর্শনার বিভিন্ন দোকানে জরিমানা এবং দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অপ্রসঙ্গত কারনে বাহিরে বের হওয়া মানুষদের ৩৪ জনকে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে জরিমানার সংখ্যা বাড়তে থাকার কারনে মানুষের বাহিরে বের হওয়ার সংখ্যা কম ছিলো।

তার পরেও অনেকে আবার অনিহা করে বের হওয়াতে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের চিত্র দেখে অনেকটাই বাধ্যগত হয়েছে। বিকালের দিকে দর্শনার বিভিন্ন স্থানে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে ঔষধ ফার্মেসী ব্যাতিত সকল দোকান বন্ধ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, আমরা প্রশাসন কাদের জন্য কঠোর? তাদের জন্য যারা দেশের শত্রু, তাদের জন্য নয়, যারা ভালো মানুষ। জরুরী কোন কারনে বের হতে পারে তবে সেটার সঠিক প্রমান দিতে হবে। অযথা অপ্রসঙ্গত কারনে বাহিরে বের হলেই জরিমানা করা হবে। তাই সকলে সচেতন হোন, সুস্থ্য থাকুন, ভালো থাকুন। এসময় অভিযানে সার্বিক সহযোগীতা করেন, চুয়াডাঙ্গা ডিসি কোর্টের পেশকার ইকলাছ হোসেন ও দর্শনা থানার পুলিশ ফোর্স।

আসেনি কেউ! স্বামীর মরদেহের পাশে একাকী স্ত্রীর রাত কাটল শ্মশানে

কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের হরিতলা এলাকার বাসিন্দা প্রফুল্ল কর্মকার। সত্তর বছর বয়সী প্রফুল্ল কর্মকার গত শনিবার রাতে করোনা আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্ত্রী কল্পনা কর্মকার মরদেহটি নিজ বাড়িতে নিতে চাইলেও বাড়ির অন্যরা করোনা আক্রান্ত থাকার কারণে নিতে পারেননি।

পরে শনিবার রাতেই মরদেহটি এ্যাম্বুলেন্সে করে মিরপুর উপজেলার পৌর শ্মশানে নেওয়া হয়। মধ্যরাতে শ্মশানে কল্পনা কর্মকার ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। শ্মশানের গেটে তালা ঝুলছিল এবং বৃষ্টিও হচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্স থেকে দু’জন কর্মচারী শ্মশানের এক পাশে মরদেহটি নামিয়ে আবার ফিরে যান।

এসময় কল্পনা কর্মকার শ্মশান কমিটির সদস্যদের তার স্বামীর মৃত্যুর বিষয়টি জানান, কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দেয়নি। প্রফুল্ল কর্মকারের মৃত্যুর পর স্ত্রী কল্পনা তার পরিবারকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু দুই ছেলে, ছেলে বউ ও নাতি করোনায় আক্রান্ত। তাই তারা শ্মশানে আসতে পারেনি। গভীর রাতে সবাই ফেরত গেলেও মরদেহটি ফেলে যেতে পারেননি প্রফুল্লের স্ত্রী কল্পনা রানী কর্মকার।

রাতে বৃষ্টির গতি বাড়লে তিনি নিজেই মরদেহ সরিয়ে শ্মশানের পাশে গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় আশ্রয় নেন। সেখানে একাই পার করে দেন পুরো রাত। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষার পরও মরদেহ সৎকারে শ্মশান কমিটি বা নিজ আত্মীয়-স্বজনের কেউ আসেনি।

মিরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর জাহিদুল ইসলাম জানান, প্রফুল্ল কর্মকারের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা করোনায় আক্রান্ত। তাই তারা মরদেহ সৎকারে আসতে পারেনি। তবে, হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ মরদেহটির সৎকারে এগিয়ে আসেনি।

পরে, রবিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানালে সমাহিত করার ব্যবস্থা করতে বলেন। পরে সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় কয়েকজন মুসলিম যুবক মরদেহটি মুখাগ্নি করে শ্মশানের পাশে সমাহিত করেন।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস জানান, বিষয়টি জানার পরপরই পৌর মেয়র ও স্থানীয় কাউন্সিলরকে অবহিত করা হয়। তারা স্থানীয়দের দিয়ে সমাহিত করার কাজ সম্পন্ন করেছেন। প্রফুল্ল কর্মকারের বড় ছেলে আনন্দ কর্মকার জানান, তারা সবাই করোনায় আক্রান্ত। তাই শ্মশানে যেতে পারেনি। তার মা সারা রাত বাবার মরদেহের সঙ্গে ছিলেন।

বিষয়টি জানতে শ্মশান কমিটির সভাপতি আনন্দ দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলেন, ওই পরিবারের সবাই করোনায় আক্রান্ত। এমনকি মৃতের স্ত্রীও করোনায় আক্রান্ত। এজন্য আমার কেউ সেখানে যেতে পারিনি। তবে, সকালে তার ছেলে আমার কাছ থেকে শ্মশানের চাবি নিয়ে গেছে। এরপর আর কিছু আমি জানি না।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৮৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৮৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৫২ জন, গাংনীতে ৩২ জন মুজিবনগর ৪ জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৬৭টি। তারমধ্যে ৮৮ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৬৩৪ জন। তার মধ্যে সদরে ২২৬ জন, গাংনীতে ৩০০ জন এবং মুজিবনগরে ১০৯ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৫৭ জন। মৃতদের মধ্যে সদরে ২১ জন,

গাংনী ২২ জন ও মুজিবনগরে ১৪ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহকারী কমিশনার ভূমি সুদীপ্ত কুমার সিংহ দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে,চিৎলা-গেবিন্দহুদা এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। দামুড়হুদা হতে জয়রামপুর, ডুগডুগি বাজার,লোকনাথপুর, মুক্তারপুর কুশাঘাটা দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড,দামুড়হুদা থানামোড়,দেওলী মোড়।

এসময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় মাইক্রোবাস অটো সিএনজি মোটরসাইকেল বিভিন্ন দোকানসহ বিভিন্ন অপরাধে ৯ টি মামলায় ১০জন অভিযুক্তকে মেট ৫হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা আদায় করেন। আদালত পরিচালনা কাজে সহযোগিতা করেন সশস্ত্র বাহিনী।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা কালে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচারক সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে সকলকে সচেতনতার সাথে চলাচল করতে হবে, আমাদের পক্ষ্য থেকে জনসাধারণের সর্বত্র সচেতন থাকার জন্য প্রচার অভিযান চালানে হচ্ছে। সকলে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান করতে বার বার

অনুরোধ করা হচ্ছে, এরপরও অনেকের মাঝে মাস্ক পড়তে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উপজেলাতে সংক্রমণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ লক্ষ্য আমাদেরকে বেশি বেশি সচেতন হতে হবে, তা না হলে আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।

দামুড়হুদায় ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দি-কাশি! আগ্রহ নেই করোনা পরীক্ষায়

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় করোনা শনাক্তের হার আবার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলায় ঘরে ঘরেই রয়েছে জ্বর,সর্দি-কাশির রোগী। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত রোগীর ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্মরত চিকিৎসকদের।

তবে করোনা পরীক্ষা করাতে তেমন কোনো আগ্রহ নেই তাদের মধ্যে। কয়েক দিন শনাক্তের হার একটু কম থাকলেও হঠাৎ করে তা বেড়ে গেছে।

গত শনিবার রাত ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ও দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রিপোর্ট অনুযায়ী শনাক্ত হয়েছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ২০ জন ও কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবের ১৬ জন মোট ৩৬ জন। এদিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনার বেড ১৫টি থাকলেও রোগী বৃ্দ্◌িধর কারণে আরো ১০টি বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে বেড সংখা ২৫টি। প্রতিনিয়ত রোগীর সংখা বৃদ্ধি পেলেও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেনের ঘাটতি নেয়।

বহির্বিভাগে কর্মরত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার ডা. এলিচ আক্তার বলেন, প্রতিদিন বহির্বিভাগে ২৫০ থেকে ৩০০ রোগী আসছে তাদের ৮০ শতাংশের জ্বর-সর্দি-কাশি থাকলেও তাদের আগ্রহ নেই পরীক্ষা করার। অতিরিক্ত জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে এলে তাদের পরীক্ষার পর পজিটিভ হলে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হচ্ছে। আবার অনেকে হোম কোয়ারেন্টিনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ জানান, হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ১৭ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রতিদিনই এর সংখা বাড়ছে, ফলে বেডসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। চিকিৎসার কোনো ঘাটতি নেই।

হাসপাতালে ছোট-বড় ৪১টি সিলিন্ডারে পর্যাপ্ত অক্সিজেন মজুদ রয়েছে। হঠাৎ করে আক্রান্তের সংখ্যা আরো বেড়ে গেলে চিকিৎসা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

উপজেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫১ জন। এরা হোম কোয়ারেন্টিন ও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন।

করোনা সংক্রমন রোধে শক্ত অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন

দেশব্যাপি করেনার উর্ধ্বগতি রোধে ১ লা জুলাই জারিকৃত কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে শক্ত অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন। মুজিবনগর ভারতীয় সীমান্তবর্তী উপজেলা হওয়ার কারণ সংক্রমনের হার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুজিবনগর স্বাস্থ কমপ্লেক্স এর তথ্য অনুযায়ী গত এক সপ্তাহে উপজেলায় ৪৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্তের হার প্রায় ৩৫% এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের।

মুজিবনগর উপজেলায় করোনা সংক্রমন রোধে লকডাউন বাস্তবায়নে

লোকজনকে ঘরে রাখতে শক্ত অবস্থান নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলার মোড়ে মোড়ে স্থাপন করা হয় পুলিশ চেকপোষ্ট। সকাল থেকে চলতে থাকে পুলিশি তৎপরতা।

প্রতন্ত গ্রামের ওলিগলি ও বাজার গুলোতে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনসমাগম বন্ধ করতে নিরলস অভিযান পরিচালনা করছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম, মুজিবনগর থানা ইনচার্য আব্দুল হাশেম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ব্যাটেলিয়ন ও থানা পুলিশের সদস্যবৃন্দ।

রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত গত ৪ দিনে লকডাউন বাস্তবায়নে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করায় মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বিভিন্ন সময়ে ২৩ জন কে ১০,৯০০ টাকা জরিমানা করেন। একই সময়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে ১৩ জন কে জরিমানা করে ১১,৯০০ টাকা আদায় করে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার সবাইকে অহেতুক ঘুরাঘুরি ও আড্ডা পরিহার করার জন্য অনুরোধ জানান।এসময় বিভিন্ন পয়েন্টে লকডাউন বাস্তবায়নে মুজিবনগর থানার পুলিশ সদস্যদের নিরলসভাবে পরিশ্রম করার জন্য এবং মুজিবনগর উপজেলায় করোনা সংক্রমন রোধে লকডাউন বাস্তবায়নে সহযোগীতার জন্য বিজিবি,পুলিশ,আনসার ব্যাটেলিয়ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান। করোনা সংক্রমন রোধে লকডাউন বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসনে ভ্রাম্মমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহে দ্বায়িত্ব পালনের সময় পুলিশের হেনস্তার শিকার দুই

সাংবাদিক

ঝিনাইদহে পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের সময় পুলিশের হাতে আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ও মিরাজ জামান রাজ নামে দুই সাংবাদিক হেনস্তার স্বীকার হয়েছেন। এসময় পুলিশ তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। আব্দুল্লাহ আল মাসুদ আজকের পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগো নিউজের ঝিনাইদহ প্রতিনিধি এবং মিরাজ জামান রাজ সাপ্তাহিক দুরন্ত প্রকাশের সম্পাদক।

ঘটনাটি ঘটেছে রোববার দুপুর দেড়টার সময় ঝিনাইদহ শহরের পাগলা কানাই মোড়ে।

সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ জানান, চলমান লকডাউনে বাস্তবায়নে পুলিশের সাথে স্কাউট সদস্যরা কাজ করছে। রোববার দুপুরে স্কাউটদের নিয়ে একটি স্পেশাল রিপোর্ট করার জন্য পাগলা কানাই মোড়ে যায়। সেখানে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের অনুমোতি নিয়ে এক স্কাউট সদস্যের ভিডিও বক্তব্য নেয়া শুরু করি।

এসময় খানজাহান আলী নামে এক কনেস্টবল হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বলে পুলিশের কোন ভিডিও নেওয়া যাবে না। তখন পুলিশকে জানিয়েছি আমরা তো আপনাদের বক্তব্য বা ভিডিও নিচ্ছি না, স্কাউট সদস্যদের বক্তব্য নিচ্ছি। এ কথা বলার পরই আমার হাতে থাকা ফোনটি কেড়ে নেন। এসময় আমার সাথে থাকা অপর সাংবাদিকের ফোনও কেড়ে নিয়ে ভিডিও ডিলিট করে দেন।

আমরা প্রেসক্লাবের সদস্য ও সাংবাদিক পরিচয় দিলে আরো ক্ষেপে গিয়ে ওই পুলিশ সদস্য বলেন, কিসের প্রেসক্লাব? এই বলে সাংবাদিকদের নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে থাকেন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কনেস্টবল আবুবকর, খান বাহাদুর রাকিব ও অর্ণব। ঘটনার পরপরই বিষয়টি পুলিশ সুপার, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতিকে অবহিত করেন ভুক্তভোগি দুই সাংবাদিক।

ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামকে জানালে তিনি জানান, এমন হওয়ার কথা না। আপনারা সম্ভবত পরিচয় দেননি। তারপরও বিষয়টি আমি দেখছি।

ঝিনাইদহে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ আহত ৭, থানায় মামলা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী গ্রামে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৭ জন আহত হয়েছে। এ বিষয়ে সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানাগেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানাযায়, গত ১জুলাই হলিধানী পূর্বপাড়ার একদল যুবক দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলার আয়োজন করে। খেলা শেষে পরাজিত দল বিজয়ী দলকে মিষ্টি খাওয়ানো বাবদ কিছু টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা নাদিলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।
সংঘর্ষে হলিধানী গ্রামের রহিম বাদশার ছেলে রকিব, আব্দুস সাত্তার সিডনের ছেলে সোহাগ, আল আমিন, মোসলেমের ছেলে দেলয়ার ও নাসির উদ্দীন, ইলিয়াস, সাগর, জোয়াদ আলী ও হৃদয়সহ আরও বেশ কয়েক জন মিলে বীর মুক্তিযোদ্ধা নুর ইসলামের ছেলে সোহেল, বাহার আলীর ছেলে সজল, মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে শাহা আলম, সাইদুল ইসলামের স্ত্রী জরিনা খাতুন ও শফি উদ্দীনের ছেলে সুমন মিয়াকে পিটিয়ে জখম করে। তাছাড়া অপর পক্ষের আল আমিন আহত হয়। সবাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপতালে ভর্তি করা হয় এবং ওই দিন রাতেই ঝিনাইদহ সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে।
এই বিষয়ে আহত সোহেল বলেন খেলা নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলেও তা শান্ত হয়ে যাওয়ার পরে সন্ধ্যার দিকে তাদের বাড়ির পাশে গেলে রাকিব ও সোহাগ দলবল নিয়ে আমার উপর হামলা চালায়। আরও আমাকে বাঁচাতে এলে আহত অন্যদের কেউ সন্ত্রাসীরা মারধর করে আহত করে। আহত জরিনা খাতুন বলেন সোহেলের উপর হামলা করলে তার চিৎকারে আমরা দড়িয়ে গেলে আমাদের পিটিয়ে ও দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। আমরা এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিচার চাই।
এছাড়া আহত সকলেই এই হামলাকারী মাদক ব্যবসায়ী রাকিব, সোহাগ, আল আমিন ও হৃদয়দের সাথে জড়িত সকলের উপযুক্ত বিচার চাই।

অপর পক্ষের আহত আল আমিন বলেন খেলা শেষে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা সন্ধ্যায় দেব বলে জানালেও তারা তা মেনে না নিয়ে আমাদের বল আটকে দেয় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলে আমাদের উপর হামল চালালে আমিসহ আরও বেশ কয়েক জন আহত হয়েছে। তিনি আরও বলেন এটাকোন পরিকল্পিত হামলা বা সংঘাত ছিল না। আমরা বিষয়টির সমাধান চাই।
মামলার বাদী বাহার আলী বলেন আসামীরা অর্থবিত্তশালী, মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী তারা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে আমাদের ছেলেদের উপর হামলা করেছে আমি এর বিচার চেয়ে থানায় মামলা করেছি। এই মামলার পর থেকেই টাকা দিয়ে সন্ত্রাসী ভাড়া করে আমার ছেলেকে পিটিয়ে আহত করার পরিকল্পনা করছে। হত্যা পরিকল্পনার অডিও রেকর্ড ফাস হয়েছে বলেও তিনি জানান।
এবিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ থানার এস আই শফিকুল ইসলাম বলেন এই ঘটনায় উভয় পক্ষের দুইটি অভিযোগ পেয়েছি, অভিযোগ দুটি তদন্তনাধীন রয়েছে।

মেহেরপুরের এসপি এস এম মুরাদ আলী বদলি, নতুন এসপি রাফিউল আলম

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীকে বদলি করে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

আজ ৪ জুলাই রবিবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে। একই সঙ্গে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপারমোহাম্মদ উল্ল্যাকে ঢাকা পুলিশ অধিদপ্তরের সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের নবাগত পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বিসিএস ২৫ তম ব্যাচের পুলিশ ক্যাডার। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাননি রনজু খাতুন

বাড়ির কাছে যখন প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর তৈরী হচ্ছিল, তখন আশায় বুক বেধেছিল ষাটোর্ধ বিধবা রনজু খাতুন। আবাসন এলাকায় গিয়ে নির্মিত ঘরগুলো দেখতো। কিন্তু রনজু খাতুনের সে আশা পুরণ হয়নি। এলাকায় সবাই ঘর পেলেও রনজুর ভাগ্যে জোটেনি প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর।

এমনকি দ্বারে দ্বারে ঘুরেও বয়স্ক ভাতা ও ভিজিডির র্কাড পাননি রনজু খাতুন। রনজু খাতুনের এই ঘোরা এখনো শেষ হয়নি। এলাকার মেম্বর, চেয়ারম্যান ও নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে যান ঘরের জন্য, ভাতার জন্য। রনজু খাতুন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বানিয়াকান্দর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের মেয়ে। খোজঁ নিয়ে জানা যায়, রনজু খাতুনের স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে সে বিভিন্ন মানুষের বাড়ীতে কাজ করতেন। এখন বয়স হয়েছে। কাজ করতে পারেন না। মাথা গোজার একখন্ড জমি বা ঘরও নেই তার।

পরের জমিতে রনজু খাতুন নাতি-নাতনী নিয়ে বসবাস করেন। অসচ্ছল পরিবার হওয়ায় দিন চলে অর্ধাহারে অনাহারে। রনজু খাতুন জানান, স্বামী মারা যাওয়ার পর পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের কাছে একাধিকবার ঘুরেছেন। সরকারী প্রণোদনা পাননি।

এখন একটি ঘরের জন্য ঘুরছেন। তিনি জানান, পাগলাকানাই ইউনিয়নের ফকিরাবাদ গ্রামে ভূমিহীন পরিবারের জন্য আবাসন হয়েলেও তাকে একটি ঘর দেওয়া হয়নি। যারা তদ্বীর করেছেন কেবল তারাই ঘর পেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম জানান, ঘর রবাদ্দ দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। সেখানে আমার কোন হাত নেই। তবে এ বছর শতভাগ ভাতা দেওয়ার কাজ চলছে। রনজু খাতুন তালিকা ভুক্ত হবেন। তিনি বয়স্ক অথবা বিধবা ভাতা পাবেন।